ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... NOV 14 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম 9

সস্ত্রীক হুমায়ূন আহমেদ

আজ ৫১তম জন্মদিন

হুমায়ূন আহমেদ বাড়িতে নেই মাতামাতি নাপছন্দ গুলতেকিনের

নবনীতা চৌধুরী : 'বুড়ো বয়সে আবার জন্মদিন নিয়ে এতো মাতামাতি কিসের?' -উল্টো প্রশ্ন করে রীতিমতো হাসিতে ভেঙে পড়লেন গুলতেকিন আহমেদ। হুমায়ূন আহমেদের সহধর্মিণী। আজ হুমায়ূন আহমেদের ৫১তম জন্মদিন। নিঃসন্দেহেই যার নামের আগে বসিয়ে দেওয়া যায় 'বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক' এই বিশেষণটি তার জন্মদিন নিয়ে মাতামাতি হবে এই তো স্বাভাবিক। মাতামাতিটা কেমন হবে, প্রিয় লেখকই বা জন্মদিন নিয়ে কি ভাবছেন- এসব জানতেই ফোন করা হুমায়ূন আহমেদের বাড়িতে। কিন্তু গুলতেকিন আহমেদ হতাশ করে দিয়ে জানালেন, তিনি বাড়িতে নেই। গেছেন গাজীপুর। 'সবুজ ছায়া'র শ্যুটিঙে। অনেক রাতে ফিরতেও পারেন নাও ফিরতে পারেন। না ফিরলে আরো দুচারদিন দেরি হবে ঢাকা ফিরতে।

ফোনে এতোসব তথ্য জানানোর পর পরিচয় জানতে চাইলে ওপার থেকে উত্তর এলো, 'আমার নাম গুলতেকিন'। বাংলাদেশের অসংখ্য পাঠক- যাদের হুমায়ূন আহমেদ গুলে খাওয়া শেষ তারা সবাই গুলতেকিনকেও চেনেন। কাজেই, তার কাছেই জানতে চাওয়া হলো জন্মদিন পালনের পরিকল্পনা।

'হুমায়ূন আহমেদ তো আর আমাদের কাছে এই জনপ্রিয় মানুষটি নন। হুমায়ূন আমার সন্তানদের বাবা, কারো ভাই, কারো ছেলে। তাই আমাদের বাড়িতে হুমায়ূনের জন্মদিন পালিত হয় ঠিক আর সবার মতো করেই'।

গভীর রাতে হুমায়ূন বাড়ি ফিরলে রাতেই বাড়ির সবাই শুভেচ্ছা জানাবেন তাকে। তুলে দেওয়া হবে কিনে রাখা উপহারও। গুলতেকিন স্কুলের চাকরি শেষে আজ বাড়ি ফিরবেন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। এরপরেই হয়তো মা, ভাই, বোন, ছেলেমেয়েরা সবাই জড়ো হবেন 'গুলতেকিন'-এ। জন্মদিন পালিত হবে খুব ঘরোয়া ভঙ্গিতেই।

গুলতেকিনের কাছে খুবই হাস্যকর ঠেকে হুমায়ূনের জন্মদিন নিয়ে এই মাতামাতি। ছেলেমেয়ের জন্মদিনেই বরং গুলতেকিন অনেক বেশি মাতামাতি করেন। তাদের বয়স কম আর প্রত্যাশাও বেশি। এমনকি ছেলেমেয়েরাও নাকি বাবার চেয়ে মায়ের জন্মদিনে বেশি আড়ম্বর করে। বাবার জন্মদিনের অনেকটা সময় আর সুযোগ নিয়ে নেয় অগণিত ভক্ত। সারাদিনই 'গুলতেকিন'-এর দরজা থাকে খোলা। দেখা করতে আসে, প্রিয় লেখকের সঙ্গে সময় কাটাতে চায় অসংখ্য অচেনা মানুষ। হুমায়ূন পরিবার তাই বুঝে গেছে এখন আর ১৩ নভেম্বর শুধু তাদের দিন নয়।

জন্মদিন পালনের এই খুব আন্তরিক, খুব ঘরোয়া আর অগোছালো পরিকল্পনাগুলো অবশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার কথা গতকাল রাতে হুমায়ূন ঢাকা ফিরে এলেই। নইলে, জন্মদিন কাটবে শ্যুটিং স্পটেই। গাজীপুরে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। গাজীপুরে হুট করে যাওয়াও হবে না হুমায়ূন পরিবারের।

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাসই জয় করে নিয়েছিল হাজার পাঠকের মন। সর্বসাম্প্রতিক উপন্যাসটিও ঠিক একই রকম পাঠকনন্দিত। বছর থেকে বছরে হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা, পাঠকপ্রিয়তা কেবল বেড়েই চলেছে। হঠাৎ করেই শুরু করেছিলেন নাটক প্রযোজনা আর নাটক, চলচ্চিত্র নির্মাণ। তাতেও পেয়েছেন সমান সাফল্য। যেখানেই হুমায়ূন হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। সুতরাং মানুষটি যদি হন হুমায়ূন আহমেদ, স্ত্রী হিসেবে গুলতেকিন যতোই বলুন না কেন তাতে কি আর মাতামাতি বন্ধ হবে।

জন্মদিন নিয়ে অবশ্য মাতামাতি পছন্দ নয় স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদেরও। তার কাছে জন্মদিন হচ্ছে বয়স বেড়ে যাওয়ার সংকেত। নানা উপায়ে বয়স কমিয়ে রাখার চেষ্টার ব্যর্থতা নাকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জন্মদিন। তবু, অসংখ্য হুমায়ূন ভক্তের জন্য দিনটি আনন্দের। এ দিনটিতে তাদের সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এই প্রিয় লেখক, প্রিয় মানুষটিকে।